দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শহীদ মিনারে ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ □ পুলিশ-বিডিআর কর্ডন অব্যাহত

শান্ত হয়ে আসছে ঢাবি ক্যাম্পাস শিক্ষকদের প্রতীক অনশন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি গতকাল (বৃহস্পতিবার) শান্ত থাকলেও স্বাভাবিক ছিল না। পুলিশের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ক্যাম্পাস গতকালও ছিল অনেকটা অবরুদ্ধ। ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ কিছুটা শিথিল করা হয়। শিক্ষকদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতি দুই ঘণ্টার প্রতীক অনশন পালন করেছে। শিক্ষক-ছাত্র ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার বিচার এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদালয় খুলে দেয়ার দাবী জানানো হয় অনশন থেকে। ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ইউসফ হায়দার শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করান। বিকেলে নির্যাতনবিরোধী আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়াসহ ৬ দফা দাবী জানিয়ে ঘোষণা করা হয়- অন্যথায় ক্যাম্পাস খোলার পর দাবী আদায়ে আন্দোলন করা হবে। সমাবেশ থেকে ক্যাম্পাস খোলার পর আনন্দ মিছিল করার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। তবে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আজ থেকে আপাতত কোন কর্মসূচী না থাকায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে সকলে আশা প্রকাশ করেছেন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় ও হল খুলে দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে আগামীকাল সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভা আহবান করেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রফেসর নজরুল ইসলাম গত বুধবার পদত্যাগ করায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত হতে শুরু করে। তবে গতকাল ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক ছিল না। বিডিআর ও বিপুল পরিমাণ দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন ছিল। ক্যাম্পাসের সকল প্রবেশপথে ছিল পুলিশী ব্যারিকেড। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ক্যাম্পাস অনেকটা অবরুদ্ধ থাকলেও করা হয়।

এদিকে শিক্ষকদের ওপর বর্বরোচিত পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টাব্যাপী প্রতীক অনশন পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় একশ' শিক্ষক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। গত বুধবার অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির এক সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতীক অনশন পালিত হয়। অনশনকালে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরীফ উল্লাহ ভূঁইয়া, সাবেক ভিসি প্রফেসর এ কে

শান্ত হয়ে আসছে ঢাবি ক্যাম্পাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর আরেফীন সিদ্দিকী, মেসবাহ কামাল, প্রফেসর আনিসুজ্জামান প্রমুখ। বক্তব্যকালে শিক্ষকবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও সাংবাদিকদের উপর পুলিশী হামলার বিচার, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া এবং ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ ও বিডিআর প্রত্যাহারের দাবী জানান। শিক্ষকবৃন্দ গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহার করে আহত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী জানান। প্রতীক অনশন কর্মসূচীতে আরও অংশগ্রহণ করেন প্রফেসর শাহাদত আলী, প্রফেসর নূর-উন-নবী চৌধুরী, প্রফেসর গীতি আরা নাসরিন, প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ, প্রফেসর আব্দুল মান্নান, প্রফেসর ডালিম চন্দ্র বর্মণ, প্রফেসর আমিনুর রশীদ, প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিন, প্রফেসর রফিকুল্লাহ খান, প্রফেসর আব্দুস সামাদ, মশিউর রহমান প্রমুখ। 'সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষার দাবীতে প্রতিবাদ'- এ ব্যানার নিয়ে বাংলাদেশ ডিবেটিং সোসাইটি অনশন কর্মসূচীর সাথে সংহতি প্রকাশ করে। বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ইউসুফ হায়দার অনশনস্থলে আসেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর আবুল খায়ের। ভারপ্রাপ্ত ভিসি এ সময় অনশনরত শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, আজ এখানে কিছু নিয়ে এসেছি, আপনারা তা গ্রহণ করলে খুশি হব। তিনি শিক্ষকদেরকে তাদের অনশন ভাঙ্গার সময় শেষ হয়ে এসেছে বলে উল্লেখ করে তাদেরকে অনশন ভাঙ্গার অনুরোধ করেন। তিনি ঘোষণা দেন ছাত্রছাত্রীদের দাবী অনুযায়ী অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বেলা ১২টা ৬ মিনিটে প্রফেসর ইউসুফ হায়দার নিজ হাতে সাবেক প্রোভিসি শাহাদত আলীকে জুস পান করিয়ে ও 'মধ্যযুগীয় প্রক্টরিয়াল আইন' বাতিলসহ গণতান্ত্রিক প্রশাসনের দাবীতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ ও বিডিআর প্রত্যাহারসহ ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবী জানিয়ে ঘোষণা দেয়। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। সমাবেশ থেকে ক্যাম্পাস খোলার দিন আনন্দ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনু মুহাম্মদ, অভিভাবকদের পক্ষে নুর মুহাম্মদ এবং শামসুন্নাহার হলের নির্যাতিত ছাত্রীদের পক্ষে লাকী। সমাবেশে ছাত্রলীগ ও বাম ছাত্র সংগঠনসমূহের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন। ছাত্রলীগ সমাবেশ শেষে বিজয় মিছিল বের করতে চাইলে বাম ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আপত্তির মুখে তাদের সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

সমাবেশে বক্তব্যকালে ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন বলেন, ছাত্ররা গণতান্ত্রিক শক্তি। তারা অন্যায়, নির্যাতন, নিপীড়নের বিপক্ষে। ভয়-ভীতি, হুমকি ও নির্যাতন উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীদের সাহসী আন্দোলনের মুখে ভিসি ও প্রক্টর পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন, সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়তে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দাবী করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সংস্কৃতি মতাদর্শের চর্চা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বস্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আজ যেমন গণতন্ত্র চর্চা হচ্ছে না, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপেশের চর্চা হচ্ছে না।